সৈয়দ বংশীয়দের ফযীলত

14 Dec, 2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়, আমি তার জন্য ইস্তিগফার করি এবং এছাড়াও তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।

(মু'জামুল আওসাত, মান ইসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর-১৬৪২)

গরছে হে বেহদ কুচুর তুম হো আফো ও গাফুর, বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

হে আমার দয়াময় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের গুনাহ অনেক বেশী, কিন্তু আপনি তো অনেক বেশী ক্ষমাশীল এবং মার্জনাকারী, সুতরাং আমাদের অপরাধ এবং গুনাহগুলোও ক্ষমা করে দিন। **আল্লাহ তায়ালা** আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله!,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়দ বংশীয়দের খেদমত করার পুরস্কার

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়ত"** ১ম খন্ডের ১৯৭ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ ওয়াকেদী কাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: একবার ঈদের সময় আমাদের নিকট খরচের জন্য কোন টাকা-পয়সা ছিলো না, বড়ই অভাবে ছিলাম, সেই সময়ে ইয়াহিয়া বিন খালিদ বরমকী হাকিম ছিলেন, দিন দিন ঈদ ঘনিয়ে আসতে লাগলো, আমাদের নিকট কিছুই ছিলো না, সুতরাং আমার এক সেবিকা আমার নিকট এসে বললো: "ঈদ ঘনিয়ে এসেছে, ঘরে টাকা-পয়সা তো কিছুই নাই। কোন একটা ব্যবস্থা নিন, যাতে পরিবারের সবাই ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে।" অতএব আমি আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট গেলাম, তাকে আমার অভাবের কথা বললাম, তিনি

www.dawateislami.net

আমাকে তৎক্ষণাৎ এক থলে মোহর দিলেন, তাতে বারশ দিরহাম ছিলো। আমি সেগুলো ঘরে নিয়ে এসে পরিবারের হাতে তুলে দিলাম। তারা কিছুটা আশ্বস্ত হলো, যাক এবারের ঈদটা ভাল ভাবে কাটানো যাবে, আমি তখনো থলেটি খুলিইনি, এমন সময় আমার এক বন্ধু এলো, যিনি **সৈয়দ বংশীয়** ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন: "দিনগুলো বড়ই অভাবে যাচ্ছে, ঈদও সন্নিকটে, ঘরে খরচের কোন টাকা-পয়সাই নাই, সম্ভব হলে আমাকে কিছু ঋণ দিয়ে সাহায্য করুন।" বন্ধুটির কথা শুনে আমি স্ত্রীর নিকট গেলাম, তাঁকে আমার বন্ধুর সব কথা জানালাম। তিনি বললেন: "আপনার কী ইচ্ছা?" আমি বললাম: "আমি চাই যে, অর্ধেক টাকা সৈয়দজাদা বন্ধুকে ঋণ হিসাবে দিয়ে দিই, অর্ধেক আমাদের জন্য থাক। তাহলে দুইজনই খরচ সামাল দিতে পারবো।" আমার এই কথা শুনে স্ত্রী **ইশকে রাসূলে** পরিপূর্ণ উক্তি করলেন, তাঁর কথা আমাকে খুবই অভিভূত করলো, বললো: "আপনার মতো একজন সাধারণ লোক বন্ধুর নিকট অভাব পূরণের জন্য হাঁক দিলে তিনি যদি আপনাকে বারশ দিরহামের থলে দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার নিকট **দো-আলমের মুখতার, সায়্যিদে আবরার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আওলাদগণের মধ্য হতে একজন শাহজাদা চাহিদা নিয়ে আসলেন, আর আপনি তাঁকে অর্ধেক দিরহাম দিতে চান, আপনার ইশক বিষয়টি কীভাবে মেনে নিতে পারছে? সবকটি দিরহামই সৈয়দজাদার পদযুগলে উৎসর্গ করে দিন।" স্ত্রীর মুখে সৈয়দজাদার প্রতি ভালবাসাপূর্ণ উক্তি শুনে আমি সবকটি দিরহাম অত্যন্ত খুশি মনে আমার বন্ধুর হাতে তুলে দিলাম, তিনি দোয়া করতে করতে বিদায় নিলেন। সৈয়দজাদা বন্ধুটি ঘরে গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাঁর নিকট আমার সেই ব্যবসায়ী বন্ধুটি গিয়ে উপস্থিত। বললেন: "দিনগুলো বড়ই অভাবে যাচ্ছে, থাকলে আমাকে কিছু দিরহাম ঋণ দিন।" এই কথা শুনে আমার সৈয়দজাদা বন্ধুটি দিরহামের থলেটি তাঁকে দিয়ে দিলেন, যেটি আমি সেই ব্যবসায়ী বন্ধুটির নিকট হতেই এনেছিলাম। থলেটি দেখার সাথে সাথেই তিনি চিনে ফেললেন। আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন: "যে থলেটি আপনি আমার নিকট থেকে এনেছিলেন, সেটি এখন কোথায়?" আমি তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললাম। তখন তিনি আমাকে বললেন: "শুনুন, সেই সৈয়দজাদা ব্যক্তিটি আমারও বন্ধু। আমার নিকট কেবল সেই বারশটি দিরহামই ছিলো, যা আমি আপনাকে

www.dawateislami.net

দিয়েছিলাম, সেই দিরহাম আপনি সেই সৈয়দজাদাকে দিয়েছেন, তিনি আবার সেই দিরহামগুলো আমাকে দিয়েছেন, এভাবে আমরা তিন জনই নিজের চেয়ে অন্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছি, অন্যের আনন্দকে নিজের আনন্দের তুলনায় অধিক প্রাধান্য দিয়েছি এবং একে অন্যের আনন্দে নিজের আনন্দকে বিসর্জন দিয়েছি।"

আমাদের এই ঘটনার কথা যেকোন ভাবে তদানীন্তন হাকিম ইয়াহিয়া বিন খালিদ বরমকীর নিকট পৌঁছলো। তিনি তৎক্ষণাৎ দূত পাঠালেন, দূত এসে আমার নিকট ইয়াহিয়া বিন খালিদ বরমকীর বার্তা নিয়ে উপস্থিত যে, "আমি নিজের কিছু ব্যস্ততার কারণে আপনার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, আপনার খোঁজ-খবর নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই দূতটির মাধ্যমে আমি আপনার নিকট দশ হাজার দিনার পাঠালাম। এগুলো থেকে দুই হাজার দিনার আপনার জন্য, দুই হাজার দিনার আপনার ব্যবসায়ী বন্ধুর জন্য এবং দুই হাজার দিনার সেই সৈয়দজাদা বন্ধুর জন্য আর বাকি চার হাজার আপনার মহিয়সী ও সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর জন্য। কেননা তিনি আপনাদের মধ্যে সর্বাধিক ধনী, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সত্যিকারের আশেকে **রাসূল**।"

(উয়ুনুল হিকায়ত, ১/১৯৭)

তেরে নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা তু হে এ্যয়নে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن অন্তরে **সৈয়দ বংশীয়**দের প্রতি সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনার প্রেরণা কিরূপ ভরা ছিলো যে, ঈদের মতো সময়েও চাহিদা সম্পন্ন **সৈয়দ বংশীয়**দের ভূলতেন না, নিজের জন্য তো অভাবকেও হাসি মুখে সহ্য করে নিতেন, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান তাদের প্রতি, যারা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**কে খুশি** করতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক অর্জনের কারণে **সৈয়দ বংশীয়**দেরকে খালি হাতে ফেরাতেন না, এমনকি নিজের খুশি এবং নিজের ভাগের টাকাও তাঁদের কদমে বিলিয়ে দিতেন এবং এভাবে **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার অধিকারী হিসেবে সাব্যস্ত হতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও এই **আল্লাহ** ওয়ালাদের অনুসরন করে নিজের অন্তরে **সৈয়দ বংশীয়**দের ভালবাসা এবং প্রেম সৃষ্টি করি, তাঁদের শান ও মহত্ব

www.dawateislami.net

সম্পর্কে জানি, তাঁদের সহযোগী হই এবং চাহিদা সম্পন্ন **সৈয়দ বংশীয়**দের কল্যাণ কামনা করাকে নিজরে জীবনের আবশ্যকীয় অংশ বানিয়ে নিই। বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে আমরা একটি মাদানী ফুল এটাও পাই, যে লোকেরা নিজেকে সৈয়দ পরিচয় দেয়, আমরা তাঁদের থেকে সৈয়দ হওয়ার প্রমাণ চাওয়ার পরিবর্তে তাঁদেরকে সৈয়দ হিসেবে মেনে নিয়ে মন প্রাণ দিয়ে তাঁদের সম্মান ও যথাসাধ্য তাঁদের খেদমত করা উচিৎ, যেমনটি

সৈয়দ হওয়ার প্রমাণ চাওয়া কেমন?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর থেকে প্রশ্ন করা হলো যে, যদি কারো সৈয়দ হওয়ার প্রমাণ না থাকে তবে কি তাকেও সম্মান করতে হবে? তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: সম্মান করার জন্য না কোন বিশ্বাস প্রয়োজন আর না কোন বিশেষ সনদের প্রয়োজন, সুতরাং যে লোকেরা নিজেদের সৈয়দ পরিচয় দেয়, তাঁদের সম্মান করা উচিৎ, তাঁদের বংশ পরিক্রমা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন নাই এবং আমাদেরকে এর আদেশও দেয়া হয়নি। আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে **সৈয়দ বংশীয়**দের সৈয়দ হওয়ার প্রমাণ চাওয়া এবং না পাওয়াতে গালমন্দকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তরে বলেন: ফকির (অর্থাৎ নিজেকে তিনি ফকির বলে উল্লেখ করেছেন) অনেক ফতোয়া দিয়েছি যে, কাউকে সৈয়দ মনে করা এবং তাঁকে সম্মান করার জন্য আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে তার সৈয়দ হওয়া সম্পর্কে জানা আবশ্যক নয়, যে লোকেরা সৈয়দ পরিচয় দেয়, আমরা তাঁদের সম্মান করবো, আমাদের অনুসন্ধান (Investigation) করার প্রয়োজন নেই, সৈয়দ হওয়ার প্রমাণ চাওয়ারও আমাদের আদেশ দেয়া হয়নি এবং জোড়পূর্বক প্রমাণ দেখানোর প্রতি বাধ্য করা এবং না দেখানোতে গালমন্দ করা, বদনাম করা জায়িয নয়। اَلنَّاسُ اُمَنَاءُ عَلٰى اَنْسَابِهِم (লোকেরা তার বংশের আমিন)। তবে হ্যাঁ! যাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে আমরা ভালভাবে জানি যে, তারা সৈয়দ নয় এবং তারা নিজেকে সৈয়দ দাবী করছে, তবে তাদের সৈয়দ হিসেবে সম্মান করবো না, না

www.dawateislami.net

তাদের সৈয়দ বলবো আর উচিৎ হবে যে, অনবহিতদেরকে তাদের ধোকা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৮৭ ও সা'আদাতে কিরাম কি আযমত, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণীটিতে ঐ সকল মূর্খদের জন্য শিক্ষনীয় মাদানী ফুল রয়েছে, যাদের **সৈয়দ বংশীয়**দের সম্মান ও মর্যাদা এবং আদব রক্ষা বা তাঁদের চাহিদা পূরণ করার ততক্ষণ পর্যন্ত মানসিকতাই তৈরী হয়না, যতক্ষণ **সৈয়দ বংশীয়**রা নিজেদের বংশনামা (Lineage) সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারে না বা সনদ দেখাতে পারে না। এরূপ লোকদের ভয় করা উচিৎ যে, তাদের এই মন্দ স্বভাবের কারণে যদি **নানায়ে হাসানাইন, তাজেদারে হারামাইন, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং কিয়ামতের দিন তার থেকে মুসলমান হওয়ার প্রমাণ চান, তবে মনে রাখুন! তখন ভয়াবহ লজ্জায় পরতে হবে। আসুন! এপ্রসঙ্গে শিক্ষনীয় ও উপদেশমূলক মাদানী ফুল দ্বারা সমৃদ্ধ একটি ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ ঘটনা শ্রবণ করি।

আজিমুশ্শান জান্নাতি প্রাসাদ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"মুকাশাফাতুল কুলুব"** এর ৪৭১-৪৭২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সম্ভ্রান্ত **সৈয়দ বংশীয়** পরিবারে মধ্যে একটি পরিবারে এক সৈয়দজাদা থাকতো, **আল্লাহ তায়ালা**র ইচ্ছা এমন ছিলো যে, তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করলো, সে শিশু এতিম ও অভাবে পতিত হয়ে গেলো, এমনকি তারা লজ্জায় নিজের দেশ ছেড়ে চলে গেলো, দেশ থেকে বের হয়ে অন্য কোন শহরের বিরান একটি মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলো, তাঁর মা তাঁকে সেখানে বসিয়ে নিজে খাবারের জন্য বাইরে বেরিয়ে গেলো, অতএব এক ধনী ব্যক্তির নিকট গিয়ে পৌঁছলো, যে কিনা মুসলমান ছিলো, সে তাকে নিজের সমস্ত ঘটনা খুলে বললো কিন্তু সে মানলো না এবং বললো: তুমি এমন সাক্ষী নিয়ে এসো, যে তোমার কথার সত্যতা দেবে, তবেই আমি তোমাকে সাহায্য করবো, সেই মহিলা এই বলে সেখান থেকে চলে গেলো যে, আমি দেশ ছাড়া, সাক্ষী কোথা থেকে আনবো? অতঃপর সে এক অমুসলিমের নিকট এলো এবং তাকে তাঁর কাহিনী

www.dawateislami.net

শুনালো, অতএব সে তাঁর কথাকে সত্যি মনে করে সেখানকার এক মহিলাকে পাঠিয়ে বললো যে, তাঁকে এবং তাঁর সন্তানকে আমার ঘরে পৌঁছিয়ে দাও, সেই ব্যক্তি তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার কোন কমতি করেনি। যখন অর্ধরাত অতিবাহিত হলো তখন ঐ মুসলমান ধনী লোকটি স্বপ্নে দেখলো যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মাথা মুবারকে প্রশংসার পতাকা বেঁধেছেন আর এক আজিমুশ্শান প্রাসাদের নিকট দাঁড়িয়ে আছেন, সেই ধনী লোকটি অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই প্রাসাদটি কার? **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: একজন মুসলমান লোকের। ধনী লোকটি বললো: আমি **আল্লাহ তায়ালাকে** এক মান্যকারী মুসলমান। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একথা শুনে ইরশাদ করলেন: তুমি এই কথার সাক্ষী নিয়ে এসো যে, তুমি আসলেই মুসলমান। সে খুবই আশ্চার্য হলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে সেই সৈয়্যিদা মহিলার কথা স্মরন করিয়ে দিলেন, যার নিকট সে সাক্ষী চেয়েছিলো। তা শুনেই সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হলো, সে সেই সৈয়্যিদা মহিলা ও তাঁর সন্তানের খুঁজে বেরিয়ে পড়লো, খুঁজতে খুঁজতে ঐ অমুসলিমের ঘরে গিয়ে পৌঁছলো এবং তাকে বললো যে, সৈয়দজাদী ও তাঁর সন্তানকে আমাকে দিয়ে দাও, কিন্তু সে অস্বীকার করে দিলো এবং বললো: আমি তাঁদের কারণে মহান বরকত পেয়েছি, ধনী বললো: আমার থেকে এক হাজার দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণ মূদ্রা) নাও এবং তাদেরকে আমার সরনাপন্ন করে দাও, কিন্তু সে তবুও অস্বীকার করলো। তখনই সেই ধনীর মনে তাঁকে (অর্থাৎ সৈয়দজাদীকে) উত্যক্ত করার মানসিকতা জাগলো। সেই অমুসলিম তার মন্দ নিয়্যত দেখে বললো: যাঁদের নিতে তুমি এসেছো, আমিই তোমার চেয়ে তাঁদের বেশী হকদার এবং তুমি স্বপ্নে যে প্রাসাদ দেখেছো, তা আমার জন্য বানানো হয়েছে, তুমি কি তোমার মুসলমান হওয়াতে গর্ববোধ করো? **খোদার কসম!** আমি এবং আমার পরিবার ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইনি যতক্ষণ না আমরা সবাই সেই সৈয়দজাদীর হাতে ইসলাম কবুল করিনি। আমিও তোমার ন্যায় স্বপ্নে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছি **এবং হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: সৈয়দজাদী এবং তাঁর সন্তান কি তোমার নিকট? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জি হ্যাঁ! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই প্রাসাদটি তোমার এবং তোমার

www.dawateislami.net

পরিবারের জন্য। মুসলমান ধনীটি একথা শুনে ফিরে গেলো এবং **আল্লাহ তায়ালাই** ভাল জানেন হয়তো সে নিরাশ হয়েই ফিরে গিয়েছিলো। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৭১-৪৭২ পৃষ্ঠা)**

মেরে সব আযীয ছুটেঁ, মেরে দোস্ত ভি গো রুটে শাহা তুম না রুট জা'না, মাদানী মদীনে ওয়ালে
মে আগর ছে হোঁ কমিনা, তেরা হোঁ শাহে মদীনা মুঝে কদমোঁ সে লাগানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে
তেরে জবকে দীদ হোগী, জভী মেরে ঈদ হোগী মেরে খোয়াবোঁ মে তু আ'না, মাদানী মদীনে ওয়ালে
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, **সৈয়দ বংশীয়**দের দুঃখ অনুভব করা এবং তাঁদের খেদমত করা কিরূপ উত্তম কাজ যে, **রাসূলে**র বংশের খেদমত করার বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** একজন অমুসলিমকে শুধু ঈমানের দৌলত নসীব করেননি বরং জান্নাতে প্রাসাদও দান করেছেন, একটু ভাবুনতো যে, যখন অমুসলিম **সৈয়দ বংশীয়**দের সম্মান এবং তাঁদের সেবা করার কারণে ঈমানের নূর দ্বারা উপকৃত হয়ে জান্নাতে প্রাসাদের অধিকারী হয় তবে যে মুসলমান তাঁদের সাথে সদাচরণ করে এবং আনন্দচিত্তে তাঁদের চাহিদা পূরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে, তবে সেই সৌভাগ্যবানদেরকে **রব তায়ালা** কেমন কেমন দয়া ও উপহার দ্বারা ধন্য করবেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও **সৈয়দ বংশীয়**দের গুরুত্ব ও ফযীলতকে অনুধাবন করি এবং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্পৃক্ত হয়ে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা পাঠ করার অভ্যাস গড়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা অধ্যয়ন করার বরকতে অসংখ্য ইলমে দ্বীন অর্জনের সৌভাগ্য নসীব হয়, বিশেষ করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিসালা সমূহ খুবই সহজভাবে এবং অল্প কয়েক পৃষ্ঠা সম্বলিত হওয়ার পরও পাঠকারী অনেক মূল্যবান জ্ঞানার্জন করে থাকে, জি হ্যাঁ! এই রিসালাগুলের মধ্যে একটি রিসালা **"রহস্যময় ধন ভান্ডার"**ও রয়েছে।

"রহস্যময় ধন-ভান্ডার" রিসালার পরিচিতি

এই রিসালায় এতিমের দেওয়ালের ঈমানোদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, ৭টি শিক্ষামূলক লাইন কি ছিলো? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও হাঁসা কেমন? জাহান্নামের

www.dawateislami.net

ভয়ানক আহার কিরূপ হবে? উন্নত প্রাসাদের মালিকের পরিনতি কি হলো, তাছাড়া **"খাবারের ৩২টি মাদানী ফুল"** এর সুবাশিত পুষ্পাঞ্জলিও এই রিসালায় বিদ্যমান। আজই মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন। নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রকাশ্য সত্য যে, যে যার প্রেমিক হয়, তবে তার সাথে সম্পর্কীত সকল কিছুই যেমন প্রেমিকের ঘর, তার এলাকা, প্রেমিকের অলি গলি, তার পরিবার পরিজন, সন্তান সন্ততি ইত্যাদির সাথে ভক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে যায়। অতঃপর একটু ভাবুন, যে **নবীর প্রেমে** মত্ত হয়ে তাঁর বংশধর এবং আহলে বাইতদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن অর্থাৎ **সৈয়দ বংশীয়**দের কেনইবা ভালবাসবে না, কেননা এই ব্যক্তিত্বদের প্রতি ভালবাসা পোষন করার জন্য তো কোরআনে করীমেও ইরশাদ হয়েছে,

২৫তম পারার সূরা শুরার ২৩ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ

(পারা ২৫, সূরা শুরা, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু চাই নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: قُرْبٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **সৈয়দ বংশীয়**রা এবং আহলে বাইতগণ (رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن)।

(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৫০১ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পবিত্র আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এবং **সৈয়দ বংশীয়**রা ঐ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, যাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের সাথে সদাচরণ করার ফযীলত ও মর্যাদা অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায়ও এসেছে।

www.dawateislami.net

সৈয়দ বংশীয়দের সাথে সদাচরণ করার ফযীলত

নূরের আধার, সকল নবীদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতদের মধ্য হতে যে কারো সাথে সদাচরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান তাকে দান করবো। (জামেয়ে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৮২১) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্য হতে যে কারো সাথে দুনিয়ায় কল্যাণময় আচরণ করবে, তার প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে মিলিত হবে।

(তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস নং-৫২২১)

হাম কো সারে সৈয়্যদোঁ সে পেয়ার হে
اِنْ شَآءَ الله আপনা বেড়া পাড় হে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, আলে রাসূলদের (অর্থাৎ **সৈয়দ বংশীয়**) সাথে ভালবাসা এবং সদাচরণ করা **আল্লাহ তায়ালা** এবং তাঁর **প্রিয় রাসূল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনিয় কাজ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এমন আশিকে রাসূল ছিলেন যে, যাঁদের প্রতিটি কর্মে আদব ও সম্মান প্রদর্শিত হতো, ইশকে রাসূল হচ্ছে যাদের মহামূল্যবান সম্পদ এবং রাসূলের বংশধরদের ভালবাসা তাদের জন্য রূহানী অক্সিজেনের মতো কাজ করতো, যাদের পুরো জীবনই ইশকে রাসূলের সূধা পানে এবং রাসূলের বংশধরদের আদব এবং তাঁদের খেদমতে অতিবাহিত হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে বুযুর্গদের কয়েকটি ঈর্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং নিজের ঈমানকে সতেজ করি।

হাসান হোসাইনের খুশিতেই ফারুকে আযমের খুশি!

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট ইয়েমেন থেকে কিছু উন্নত মানের কাপড় এলো, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেই কাপড় মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে বিতরন করে দিলেন। লোকেরা এই কাপড় পরিধান করে খুবই আনন্দ অনুভব করলো, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ রাসূলের মিম্বর এবং নূরানী কবরের

www.dawateislami.net

মাঝখানে উপবিষ্ট ছিলেন, লোকেরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন, তাঁকে সালাম করতেন এবং দোয়া করতেন। হঠাৎ তাঁর সামনে শাহাজাদীয়ে কাওনাইনের পবিত্র আস্তানা থেকে হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলো, কেননা সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ঘর মসজিদে নববী عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর আঙ্গিনায় ছিলো। উভয় শাহাজাদার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا শরীরে সেই উন্নত মানের কাপড়ের কোন পোষাক ছিলো না। যখনই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শাহাজাদাদের দেখলেন তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেলো, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রাগান্বিত হয়ে বললেন: **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! আমি তোমাদেরকে (যারা মূল্যবান কাপড় পরে আছো তাদেরকে) দেখে আমার সামান্য পরিমাণও আনন্দ লাগছে না। সবাই একথা শুনে আশ্চার্য হয়ে গেলো এবং আরয করলো যে, হুযুর! এমন কি হয়েছে, যে কারণে আপনি এরূপ বলছেন? অথচ এই সকল কাপড় আপনি নিজেই দান করেছেন। বললেন: একথা আমি এই দু'জন শাহাজাদাদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কারণেই বলছি, যারা মানুষের মাঝে এই অবস্থায় চলছে যে, এই দু'জন সেই মূল্যবান কাপড়ের কোন কাপড়ও পরেনি। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তৎক্ষণাৎ ইয়েমেনের প্রশাসককে চিঠি লিখলেন যে, দ্রুত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর জন্য দু'টি খুবই উন্নত এবং মূল্যবান পোষাক বানিয়ে পাঠাও। ইয়েমেনের প্রশাসক সাথেসাথেই আদেশ পালন করলেন এবং দু'টি পোষাক বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কে সেই পোষাক পরিধান করালেন এবং খুশি হয়ে বললেন: **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! যতক্ষণ এই উভয় শাহাজাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا নতুন কাপড় পরেনি, ততক্ষন অন্যান্যদের পরাতে আমার কোন আনন্দ ছিলো না। অপর এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে যে, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কে কাপড় পরিধান করিয়ে বললেন: এবার আমি আনন্দিত হয়েছি। **(তারিখ ইবনে আসাকির, ১৪/১৭৭)**

কিয়া বা'ত রযা উস চমনিস্তানে করম কি যাহরা হে কলি জিস মে হোসাইন অউর হাসান ফুল

(হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত এবং সৈয়দের সম্মান

হায়াতে আ'লা হযরত কিতাবে রয়েছে: জনাব সৈয়দ আইয়ুব আলী সাহেব (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এর বর্ণনা হলো: একজন অল্প বয়স্ক ছেলে ঘরের কাজ কর্মে সাহায্য করার জন্য (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর) পবিত্র ঘরে চাকরি নিলে। পরে জানতে পারলেন যে, ইনি হচ্ছেন সৈয়দজাদা, সুতরাং (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করে দিলেন যে, সাবধান সৈয়দজাদাকে দিয়ে কোন কাজ করাবে না, কেননা ইনি হচ্ছেন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত, তাঁর থেকে খেদমত গ্রহন করবে না বরং তাঁর খেদমত করা উচিৎ, সুতরাং খাবার দাবার এবং যা কিছুই প্রয়োজন হয় তাঁর খেদমতে পেশ করবে। যে বেতনের কথা হয়েছিলো তা উপহার স্বরূপ পেশ করতে থাকবে, অতএব আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আদেশ অনুযায়ী আমল হতে থাকলো। কিছুদিন পর সেই সৈয়দজাদা নিজে থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলো। **(হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১৭৯)**

জু হে আল্লাহ কা ওলী বে'শক আশিকে সাদিকে নবী বে'শক
গাউসে আযম কা জু হে মাতওয়ালা ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৬ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত এবং সৈয়দদের সম্মান

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **"সা'দাতে কিরাম কি আযমত"** এর ৩ থেকে ৫নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: আরব আমিরাতে অবস্থানকালে কিছু টেষ্ট করানোর জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক ব্যক্তির মাধ্যমে দুবাইয়ের একটি হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে তাশরিফ নিয়ে গেলেন, নিজের প্রস্রাবের বোতল (Urine bottle) সেই ব্যক্তি চাওয়ার পরও তাকে নিতে দিলেন না। পরে তাঁর (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) নিকট আরয করা হলো যে, আপনি সেই ব্যক্তিকে আপনার প্রস্রাবের বোতল (Urine bottle) নিতে দেননি, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বললেন: তিনি সৈয়দ সাহেব ছিলেন, আমি তাকে আমার প্রস্রাবের বোতল কিভাবে দিই? যদি কিয়ামতের দিন সৈয়দ সাহেবের **নানাজান, প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন যে, ইলইয়াস! তোমার প্রস্রাব নেয়ার জন্য কি আমার সন্তানকেই পেয়েছিলে?

www.dawateislami.net

তখন আমি কি উত্তর দিবো? **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে **সৈয়দ বংশীয়**দের সম্পর্ক এবং তাদের ভালবাসার কারণে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন উম্মত এবং **সৈয়দ বংশীয়**দের খাদিম এরূপ করাকে পছন্দ করবে? **সৈয়দ বংশীয়**দের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা পোষন করা এবং তাঁদের আদব ও সম্মান করা আবশ্যক। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **সৈয়দ বংশীয়**দের প্রতি অতিশয় ভালবাসা পোষণ করেন এবং তাঁদের সম্মান প্রদর্শনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সাক্ষাতের সময় যদি তাঁকে বলে দেয়া হয়, ইনি সৈয়দ সাহেব, তবে প্রায় দেখা যায় যে, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه স্বয়ং মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরও খুবই বিনয়ের সহিত সৈয়দজাদাদের হাতে চুমু খেয়ে নেন। **সৈয়দ বংশীয়** শিশুদের প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্টের মধ্যে অন্যতম। অনেকবার এমন হয়েছে যে, তাঁদের ছোট ছোট পা নিজের মাথায় লাগিয়ে নিয়েছেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই বিষয়টিকে আদবের বিপরীত মনে করেন যে, সৈয়দজাদাদের দিকে পা প্রসারিত করা বা তাঁদের দিকে পিট দিয়ে বসা।

আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **সৈয়দ বংশীয়**দের প্রতি অভিনব ভক্তি ও ভালবাসার ঝলক তাঁর না'ত সমগ্র **"ওয়াসায়িলে বখশীশ"** এও লক্ষ্য করা যায়, যেমন তিনি লিখেন:

কাশ হোতা মে সাগ সৈয়্যদোঁ কা — বন কে দরবান পেহরা ভি দেয়তা
রব নে ভেয়জা হে ইনসান বানাকর — তু সালাম উন সে রো রো কে কেহনা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আহ! আমি যদি সৈয়দদের দরজার কুকুর হতাম এবং চৌকিদার হয়ে তাঁদের ঘর পাহারা দেয়ার সৌভাগ্য পেতাম, কিন্তু আমার **রব তায়ালা** আমাকে মানুষ বানিয়ে পাঠিয়েছেন, হে মদীনার যিয়ারত কারীরা! তুমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আমার সালাম কেঁদে কেঁদে পেশ করো।

কখনো কখনো তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কোন সৈয়দজাদাকে দেখে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই শেরটি পাঠ করে থাকেন:

তেরে নসলে পা'ক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা — তু হে এ্যয়নে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)
(সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ৩ থেকে ৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

১২টি মাদানী কাজের একটি "সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"

سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা যে, **সৈয়দ বংশীয়**দের আদব এবং তাঁদের সম্মানের ব্যাপারে **আল্লাহ** ওয়ালাদের আচরণ কিরূপ শানদার ছিলো, তাঁদের নিজের খুশির চেয়ে বেশী রাসূলের বংশধরদের খুশিই বেশী পছন্দনীয় ছিলো, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও **সৈয়দ বংশীয়**দের গোলামীর রশি নিজের গলায় বেঁধে তাঁদের খেদমত করাকে আমাদের অভ্যাসে পরিনত করে নিই, তাঁদের খুবই আদব ও সম্মান প্রদর্শন করি, তাঁদের খুশিকে নিজের খুশি এবং তাঁদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করি আর এই মাদানী মানসিকতার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে **১২**টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহনকারী হয়ে যাই। **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে **সৈয়দ বংশীয়**দের আদব করা নসীব হয়, **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে ইলমে দ্বীন শিক্ষা নসীব হয়, **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**য় দোয়া কবুল হয়, **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**য় **আল্লাহ তায়ালা**র নেককার বান্দাদের আলোচনা হয়। হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصّٰلِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার লোকের আলোচনার সময় **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত অবতীর্ণ হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫০) আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহন করার নিয়্যত করে নিই।

হাসি ঠাট্টা থেকে তাওবা

মারকাযুল আউলিয়া লাহোরের এক ইসলামী ভাই গুনাহ এবং অলসতায় মগ্ন ছিলো। এক ইসলামী ভাই তাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত পেশ করলো। সে তার দাওয়ারে ইজতিমায় পৌঁছে গেলো, তার খুবই ভাল লাগলো, সুতরাং সে নিয়মিত যেতে লাগলো, নিয়মিত নামায আদায়ও শুরু করে দিলো এবং পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো, পরিবারের অনেকে কঠোরভাবে বিরোধীতা করলো, কিন্তু মাদানী পরিবেশের আকর্ষণ আর আশিকানে রাসূলের সদাচরণ তাকে **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামীর আরো নৈকট্যশীল করে দিলো। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ধীরে ধীরে তার ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

এ্যয় বিমারে ইসইয়াঁ তু আ'জা ইহাঁ পর
গুনাহোঁ কি দেয়গা দাওয়া মাদানী মাহোল
আগর দরদে সর হো, কাহিঁ ক্যান্সার হো
দিলায়ে গা তুম কো শিফা মাদানী মাহোল
শিফায়েঁ মিলেগী, বালায়ে টলেগী
একিনান হে বারাকাত ভরা মাদানী মাহোল
গুনাহগারোঁ আও, সিয়াকারো আও
গুনাহোঁ কে দেগা ছুড়া মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য **রাসূলের** ভালবাসা থাকা এরূপ আবশ্যক যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান সন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হবো না। **(বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১/১৭, হাদীস নং-১৫)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার চাহিদাই হলো যে, **সৈয়দ বংশীয়**দের প্রতিও ভালবাসা ও ভক্তি পোষন করা, কেননা যে **সৈয়দ বংশীয়**দের বিরুদ্ধবাদী ও অপমানকারী, তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে বা যেকোনভাবে তাঁদের সাথে বেআদবী করে, তবে নিঃসন্দেহে এরূপ ব্যক্তি নিজের এই রাসূলের ভালবাসার দাবীর পক্ষে মিথ্যাবাদী এবং তার এই আমলে শুধু তিনি নয় বরং তাঁদের **নানাজান, প্রিয় মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও অসন্তুষ্ট করে দেয় এবং তাঁকে কষ্ট দেয়। যেমনটি

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল মাওয়াহেব শাজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করতে চায়, তবে তার উচিৎ যে, দিন হোক বা রাত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে যিকির করতে থাকে এবং **সৈয়দ বংশীয়** ও আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, অন্যথায় স্বপ্নে যিয়ারতের দরজা তার জন্য বন্ধ, কেননা এই

www.dawateislami.net

পবিত্র সত্বাগণ সকল মানুষের সর্দার, তাঁরা যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সৈয়্যদীস সা'দাত, ১২৭ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **সৈয়দ বংশীয়**দের সম্মান করা ফরয এবং তাঁদের অসম্মান করা হারাম বরং ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যে ব্যক্তি কোন আলিমকে মাওলাভীয়া বা কোন মীর (সৈয়দ) কে মীরুয়া তুচ্ছ করে বলার কারণে কাফির।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৪২০)

আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শ্রবণ করি এবং **সৈয়দ বংশীয়**দের অসন্তুষ্টি ও বেআদবী এবং **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

সৈয়দজাদাকে মারার আশ্চার্য ঘটনা

সায়্যিদী আব্দুল ওয়াহাব শারানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সৈয়দ শরীফ হযরত খাত্তাব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খানকায় বয়ান করলেন যে, কা'শিফুল বুহায়রা এক সৈয়দ সাহেবকে মেরেছে, আর সেই রাতেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই অবস্থায় যিয়ারত হলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন (অর্থাৎ মুখ মুবারক ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন)। সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার কি অপরাধ? ইরশাদ করলেন: তুমি আমাকে মারো, অতচ আমি কিয়ামতের দিন তোমার শাফায়াতকারী। সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার তো মনে পরছে না যে, আমি আপনাকে মেরেছি। ইরশাদ করলেন: তুমি কি আমার সন্তানকে মারোনি? সে আরয করলো: হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন: তোমার মার আমার কব্জিতে লেগেছে। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক কব্জি বের করে দেখালেন, যাতে ফোলা ছিলো, যেনো মৌমাছি ছোবল মেরেছে। আমারা **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা করি। **(বারাকাতে আ'লে রাসূল, ২৬৭-২৬৮ পৃষ্ঠা)**

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বেআদবোঁ সে অউর মুঝ সে ভি সরজদ না কভী বেআদবী না হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, **সৈয়দ বংশীয়**দের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, কেননা যে দূর্ভাগা তাঁদের কষ্ট দেয়, তবে আসলে সে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেই কষ্ট দিলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অর্জন করে নেয় আর এভাবে সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা সকল মুসলমান বিশেষ করে **সৈয়দ বংশীয়**দের আদব করবো, তাঁদের কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকবো এবং এই মাদানী মানসিকতা অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৪টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে **"মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ"**। শায়খে তারিকত, আমীরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা ১৪০৬ হিজরী (১৯৮৬ সালে) শুরু করেন এবং সর্বপ্রথম বয়ানের অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা এই সংক্ষিপ্ত সময়ে যে উন্নতি করেছে তা অতুলনিয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে যেভাবে সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মেমোরী কার্ড দুনিয়া জুড়ে পৌঁছে যাচ্ছে, তেমনিভাবে হুযুরে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাবও প্রকাশনায় সমৃদ্ধ হয়ে লাখো লাখ মানুষের হাতে পৌঁছে সুন্নাতের মাদানী ফুল বিলিয়ে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনার অধীনে ৪৫টি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুঝ পে জাহাঁ মে এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ রবিউল আউয়ালের নূরানী মাস নিজের বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে এবং সমাপ্তির দিকে ধাবমান। এরপরই রবিউল আখিরের মুবারক মাস আগমন করতে যাচ্ছে, যা কুতুবে রাব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, পীরে

www.dawateislami.net

লাসানী শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কীত। **আল্লাহ তায়ালা** হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে যেমনিভাবে অন্যান্য অনেক গুণাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন তেমনি এই অতুলনীয় গুণও তাঁর পবিত্র সত্বার অংশ যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সৈয়দ বংশের সাথেই সম্পর্কীত হাসানী ও হোসাইনী সৈয়দ ছিলেন। আসুন তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

গাউসে পাকের নাম ও বংশ

হযরত সায়্যিদুনা গউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম পহেলা রমযান ৪৭০ হিজরী পবিত্র শুক্রবার জিলানে হয়েছিলো। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ এবং মুহিউদ্দীন, মাহবুবে সুবহানী, গউসে আযম, গউসে সাকালাইন ইত্যাদি উপাধী ছিলো। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং সম্মানিতা আম্মাজানের নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا, তিনি পিতার দিক দিয়ে হাসানী এবং মায়ের দিক দিয়ে হোসাইনী সৈয়দ ছিলেন। (শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, ৮৩ পৃষ্ঠা) ৫৬১ হিজরীর রবিউল আখির মাগরীবের নামাযের পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওফাত গ্রহন করেন।

(আয যিল আলা তাবকাতিল হানাবালাতি, ৩/২৫১)

তু হোসাইনী হাসানী কিউ না মুহিউদ্দীন হো এ্যয় হিযরে মাজমায়ে বাহরাইন হে চশমা তেরা

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ হে আমাদের গউসে পাক! আপনি আপনার পিতার পক্ষ থেকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান আর মাতার পক্ষ থেকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর বংশধর, তাইতো আপনি দ্বীনকে জীবিতকারী কেনইবা হবেন না। হে উম্মতে মাহবুবের পথপ্রদর্শক! আপনার রূহানী ঝর্ণার ফয়য এই দু'টি নদী থেকেই প্রবাহিত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৈয়দ বংশীয়দের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, সুতরাং আমরা শুনলাম যে,

❖ **সৈয়দ বংশীয়**দের খেদমতকারী **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহের অধিকারী হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

❖ **সৈয়দ বংশীয়**দের খেদমতের বরকতে একজন অমুসলিমের ঈমানের দৌলত নসীব হলো।

❖ **সৈয়দ বংশীয়**দের থেকে সৈয়দ হওয়ার প্রমাণ চাওয়া **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ।

❖ **সৈয়দ বংশীয়**দের কল্যাণ কামনা এবং তাঁদের আদব রক্ষার বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য চলার পথের পাথেয়।

❖ **সৈয়দ বংশীয়**দের সম্মান করা ফরয এবং তাঁদের অবজ্ঞা করা হারাম।

❖ **সৈয়দ বংশীয়**দের কষ্ট দেয়া আসলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেই কষ্ট দেয়া।

আল্লাহ তায়ালা গউসে পাকের ওসীলায় আমাদেরকে **সৈয়দ বংশীয়**দের গুরুত্বকে বুঝা, তাদের কল্যাণ কামনা করা এবং অধিকহারে আদব করার প্রেরণা নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাঁচি দেয়ার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে হাঁচি দেয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমে দুটি হাদীস শরীফ: (১) **আল্লাহ তায়ালা** হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। (বুখারী, ৪/১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২২৬) (২) যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন ফিরিশতারা رَبُّ الْعٰلَمِيْن বলে। যদি সে رَبُّ الْعٰلَمِيْن বলে, তবে ফিরিশতারা

www.dawateislami.net

বলেন **আল্লাহ তায়ালা** তোমার উপর দয়া করুন। (মু'জামুল কবীর, ১১/৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২২৮৪) (৩) হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, হাদীস নং-৬৮৪) (৪) হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা চাই। (খাযায়িনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে **আল্লাহ**র প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) উত্তম হচ্ছে; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলা। (৫) শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** তোমার উপর দয়া করুন) বলা ওয়াজিব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়ত, ১৬/১১৯ পৃষ্ঠা) (৬) উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন) অথবা এভাবে বলুন يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের হিদায়াত দিন ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুন) (৭) কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে এবং নিজের জিহবা সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৩৯৬ পৃষ্ঠা) হযরত শেরে খোদা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: যে কেউ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/৪৯৯ পৃষ্ঠা, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটিকা) (৯) হাঁচি দাতার উচিত উচ্চ স্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা যাতে অন্যরা শুনে এর উত্তর দেয়। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪ পৃষ্ঠা) (১০) হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজিব দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (আলমগীরী, ৫/৩২৬ পৃষ্ঠা) (১১) উত্তর প্রদান তখন ওয়াজিব হবে যখন হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বললে উত্তর প্রদান করতে হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১৬/১২০ পৃষ্ঠা) (১২) খুতবার সময় কারো হাঁচি আসলে শ্রবণকারী উত্তর দিবেন না। (ফতোওয়ায়ে কাজীখান, ২/৩৭৭ পৃষ্ঠা) (১৩) কয়েকজন ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকলে তন্মধ্যে কিছু ইসলামী ভাই উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে; সবাই উত্তর দেয়া। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪ পৃষ্ঠা) দেয়ালের পিছনে কারো হাঁচি আসলে আর সে যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তবে শ্রবণকারী এর উত্তর প্রদান করবে। (প্রাগুক্ত) (১৫) নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেও নামাযে অসুবিধা হবে না আর যদি ঐ সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বলে তবে নামায

www.dawateislami.net

সমাপ্ত করে বলবে। (আলমগীরী, ১/৯৮ পৃষ্ঠা) (১৬) আপনি নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কারো হাঁচি আসলো, আর আপনি জবাব দেওয়ার নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেন তবে আপনার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১/৯৮ পৃষ্ঠা) (১৭) কোন কাফিরের হাঁচি আসলো আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলল তবে এর উত্তরে يَهْدِيْكَ اللّٰه (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে হিদায়াত দান করুক) বলা যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

তুম মাদানী কাফেলোঁ মে এ্যয় ইসলামী ভাইয়োঁ!　　করতে রাহো হামেশা সফর খোশদিলি কে সাথ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net